দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 10 APR 1994
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

জাতীয় শিশু-কিশোর প্রতিযোগিতা '৯৩ পুরস্কার বিতরণী

প্রতিটি শিশুর কাছে শিক্ষার আলো পৌঁছে দিন ॥ প্রধানমন্ত্রী

প্রধামন্ত্রী খালেদা জিয়া বলেন, শিশুরাই দেশের ভবিষ্যত। দেশের ভবিষ্যত নেতৃত্ব দিতে আজকের শিশুদের সৎ ও নিষ্ঠাবান করে গড়ে তোলার ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

তিনি বলেন, 'আসুন আমরা সবাই শিশুদের ভালবাসি। আমাদের আন্তরিক স্নেহ, যত্ন ও সম্পদ দিয়ে তাদের সুন্দরভাবে গড়ে তুলি। এক সুন্দর সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী হিসাবে তাদের গড়ে তুলতে আসুন আমরা আমাদের প্রচেষ্টা ও অবদান রাখি।' – বাসস।

শনিবার ওসমানী মিলনায়তনে জাতীয় শিশু-কিশোর প্রতিযোগিতা '১৯৯৩-এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে প্রধানমন্ত্রী এই আহ্বান জানান।

ধর্মবিষয়ক মন্ত্রী কেরামত আলী, ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব আবদুল হামিদ চৌধুরী এবং ইসলামী ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক দাউদউজ্জামান অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। জাতীয় পর্যায় থেকে থানা পর্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতার আয়োজনের মাধ্যমে শিশু প্রতিভা বিকাশে ইসলামী ফাউন্ডেশন যে অবদান রেখে আসছে প্রধানমন্ত্রী তার প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, আমাদের এই সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, আমাদের শিশুদের বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এই প্রক্রিয়ার বাইরে রয়ে গেছে।

প্রধানমন্ত্রী দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, অধিকাংশ শিশুকে একেবারে কচি বয়সেই জীবিকার সন্ধানে নেমে পড়তে হয়। তাদের কেউ ভালবাসে না- তাদের কোন স্থায়ী ঠিকানা নেই। তাদের কথা আরও বেশি করে ভাবতে হবে।

তিনি বলেন, তাদের সমান সুযোগ দিতে হবে।

(শেষ পৃষ্ঠা ৪ কঃ দেখুন)

প্রতিটি শিশুর

(প্রথম পাতার পর)

সামাজিক ভারসাম্য বজায় রাখতে এটা অত্যন্ত প্রয়োজন।

মহানবী হযরত মোহাম্মদ (দঃ)- এর পবিত্র উক্তি করে তিনি বলেন, মহানবী শিশুদের বেহেস্ত-এর প্রজাপতি বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি আশা করেন যে, আজকের শিশুরা ভবিষ্যতে দেশের মানুষের দুঃখ-দুর্দশা ঘোচাবে, মুখে হাসি ফোটাবে। তিনি বলেন, দারিদ্র্যই দেশের প্রধান সমস্যা। প্রত্যন্ত এলাকার দরিদ্র শিশুটিও যাতে শিক্ষার আলো পেতে পারে সেজন্য শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্যসহ শিশুদের জন্যে বর্তমান সরকার কল্যাণমূলক বেশ কিছু কর্মসূচী নিয়েছে। এসব কর্মসূচী বাস্তবায়নে সহায়তার জন্যে অধিক সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবী শিশু-কিশোর সংগঠনের আরও সক্রিয় তৎপরতার প্রয়োজনীয়তার ওপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

শিশুদের প্রতিভা বিকাশ ও নেতৃত্বগুণের উন্নয়নে আরও প্রতিযোগিতা আয়োজনের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করে তিনি বলেন, এ ধরনের প্রতিযোগিতা নেতৃত্ব গঠনের নতুন প্রবণতার সৃষ্টি করবে, সুন্দর, সুখী সমৃদ্ধ দেশ গঠনে মূল্যবোধ ও প্রেরণা সৃষ্টি করবে।